Revised edition, May 2022

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

তাসাওউফ ক্যায়া হ্যায়-এর অনুবাদ

তাসাওউফ

তত্ত্ব, অনুসন্ধান ও করণীয়

মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ.
মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়ায়েস নদভী রহ.
মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

◆

অনুবাদ
মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

তাসাওউফ তত্ত্ব, অনুসন্ধান ও করণীয়
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫-২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : শাওয়াল ১৪৪৩ / মে ২০২২
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৬ হিজরী / এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : বুক সলিউশন, ঢাকা
ISBN : 978-984-91176-4-3
মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা) US$ 10.00

অনলাইন শপ
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রতিটি মুসলমানের জন্য আত্মশুদ্ধি করা জরুরী। দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্কিত জরুরী কাজগুলোতে এমনিতেই আমরা খুব অবহেলা করি। আর এ কাজটা চরম অবহেলার স্বীকার। কারণ, বিষয়টা আলেম এবং গায়রে আলেম সবার জন্য সমানভাবে জরুরী। আত্মশুদ্ধি ছাড়া আলেমের ইলম যেমন বেকার, তেমনি গায়রে আলেমদেরও বাঁচার কোনো পথ নেই। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন এবং সামান্য চর্চাতেই অনেক আগে বেড়ে যেতে পারেন। আর গায়রে আলেমরা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলে তাদের জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়।

আমাদের আকাবিরগণ এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য তারা যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা বলা-কওয়ার পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করারও চেষ্টা করেছেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে এ জ্ঞান সহজবোধ্য করে উপস্থাপনও একটা জটিল বিষয়। অনেকে এ জটিলাতায় আগে বাড়তে চান না। স্বাভাবিক ইবাদত-বন্দেগী নিয়েই থাকেন। একজন বড় আলেম যখন একই ধারণা পোষণ করেন, তখন বিষয়টা সামসময়িক মাশাইখগণের জন্য বেদনার কারণ হয়ে ওঠে। বিখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ. তাসাউফের ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিলেন। পীর-মুরীদী এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত একজন আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে গিয়ে এ অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরিত হয়ে যে প্রফুল্ল জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন, তা ব্যক্ত করার জন্যই *তাসাউফ ক্যায়া হ্যায়* গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই বাংলা অনুবাদ; *তাসাওউফ : তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয়*। অনুবাদের দুরূহ কাজটি করেছেন তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞ অনুবাদক মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব। তার

সহজ, সাবলীল এবং যথার্থ অনুবাদ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজকে কবুল করেন।

'তাসাওউফ' শব্দটি একটি ইসলামিক পরিভাষা। এর সরাসরি অর্থ করা কঠিন। সাধারণভাবে আত্মশুদ্ধি এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিপক্বতা অর্জনের নামই তাসাওউফ। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মতে, 'তাসাওউফ মানে আখলাক।' হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, 'তাসাওউফের যাবতীয় ধ্যানমগ্নতা, সাধনা ও মুরাকাবার মূল মাকসাদ হলো, অন্তরে পরম সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা।' এ-রকম ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনায় তাসাওউফকে সার্বিকভাবে 'ইহসান' হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এই তাসাওউফের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিসমূহের ভিন্নতা তত্ত্বগত নয়, বরং প্রায়োগিক। খাঁটি আল্লাহওয়ালারা যুগের প্রয়োজনে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন—যা কখনোই শরীয়তবিরোধী নয়। তবে ভন্ড পীর-ফকীররা এসব পদ্ধতিতে এমন কিছু সংযোগ করেছে, যাতে সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি একটি ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে এবং তারা বিমুখ হয়ে গেছে। অনেকে খাঁটি আল্লাহওয়ালা থেকেও নিজেকে দূরে রাখছে। আরা যারা একটু স্বচ্ছ, তারাও নিজের স্বাধীন মতের ওপর আমল করে বঞ্চিত থাকছে। মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ. আল্লাহওয়ালাদের থেকে বিমুখ ছিলেন না। আবার তাদের সাথে একমত হতেও পারছিলেন না। এজন্য তিনি লিখেছেন, 'আমি চাচ্ছিলাম, এ ব্যাপারে আমার মাথা একদম পরিষ্কার হয়ে যাক। যদি আমার ভাবনা ভুল হয়ে থাকে তাহলে তা ঠিক হয়ে যাক। আর যদি আমার ভাবনা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আমার এমন আস্থা ও নিশ্চয়তা লাভ হোক, যার ফলে আমি পুরা শক্তি নিয়ে এসব বিষয়ের বিরোধিতা করব এবং এগুলো যে ভুল ও ভ্রান্ত—তা বোঝানোর জন্য একবার না হলে বার বার সাধ্যমতো চেষ্টা অব্যাহত রাখব।'

একেবারে সাধারণ একজন তাসাওউফ অন্বেষণকারী হিসেবে তার চিন্তা-ভাবনার সহজ-সরল প্রকাশ আমাদের অবাক করে। আল্লাহ তাআলা তার অনুসন্ধানী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য

তাসাওউফের বিষয়বস্তু বোঝা সহজ করে দিয়েছেন। এ গ্রন্থটি পাঠে পাঠকের মনে এ কথা দৃঢ় হতে বাধ্য হবে যে, শরীয়তের পথে আগে বাড়ার ক্ষেত্রে তাসাওউফের চর্চার বিকল্প নেই। তদুপরি এ কিতাবে মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ. নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনার পাশাপাশি যুগশ্রেষ্ঠ আরও দুজন বুযুর্গ মাওলানা ওয়ায়েস নদভী রহ.-এর এবং সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর লেখা সন্নিবেশিত করেছেন—যা পাঠককে আরও বেশি উপকৃত করবে।

মাকতাবাতুল ফুরকান এখন একটি পরিচিত নাম। ইসলামী প্রকাশনায় নতুনত্ব এবং মৌলিক কিছু গুণগত বৈশিষ্টের কারণে এ প্রকাশনার সবগুলো গ্রন্থ আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সামসময়িক আল্লাহওয়ালা এবং আমাদের আকাবেরদের কথাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে আধুনিক পাঠকদের কাছে তুলে ধরা এ প্রকাশনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান প্রয়াস *তাসাওউফ : তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয়*। ইনশাআল্লাহ তাসাওউফ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন এবং এ বিষয়ে আমল করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি খুবই সহায়ক হবে।

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে তা জানানোর অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
২০ জুলাই ২০১৫ / ৪ শাওয়াল ১৪৩৬ হি.

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

তাসাওউফের স্বরূপ নিয়ে বর্তমান সমাজে চরম ধরনের প্রান্তিকতা বিরাজ করছে। এক শ্রেণির লোক তো এটাকে শরীয়ত-স্বীকৃত কাজ বলে স্বীকারই করে না। আরেক শ্রেণির লোক আবার তাসাওউফের নাম ব্যবহার করে নির্দ্বিধায় শিরক বিদআতসহ হীন থেকে হীনতর কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য তাসাওউফ সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের জানা প্রয়োজন। তখন যারা তাসাওউফকে এড়িয়ে চলতে চায়, তারা অবশ্যই এর কোলে ঠাঁই নিতে বাধ্য হবে। আর যারা তাসাওউফ নামের অপব্যবহার করে সরলমনা মানুষদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনাকে বরবাদ করে দিচ্ছে, তাদেরও গোমর ফাঁস হয়ে যাবে।

সমাজের এই চাহিদাকে সামনে রেখেই মাওলানা মনযূর নুমানী রহ. উদ্যোগ নিয়ে রচনা করেছেন *তাসাওউফ ক্যায়া হ্যায়* নামের অনন্য সাধারণ একটি গ্রন্থ। এ কিতাবের আরও দুজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক হচ্ছেন তাসাওউফ বিশেষজ্ঞ বিদগ্ধ আলেম মাওলানা ওয়ায়েস নদভী রহ. এবং এবং মুসলিম উম্মাহর অবিসংবাদিত রাহবার ও দরদী দাঈ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.। ত্রিরত্নের বিস্ময়কর সমন্বয়ে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে একটি অসাধারণ কীর্তি। এই গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদ করে নাম রাখা হয়েছে *তাসাওউফ : তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয়*।

বিগত শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা-মতো স্বচ্ছ, নির্মল ও বিশুদ্ধ রাখার জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশে যে সকল মহামনীষীগণ নিরলস ও নিরন্তর মেহনত করে গেছেন মাওলানা মনযূর নুমানী, মাওলানা ওয়ায়েস নদভী এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাদের অন্যতম দিশারী পুরুষ।

বিশেষত প্রথোমোক্ত দু'জন মনীষীর অবদানের কাছে শুধু ভারতবর্ষের মুসলমান নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানরাই চিরঋণী হয়ে থাকবে। নানামুখী সংকটগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে উত্তরণের পথ দেখাতে এবং পার্থিব নানা চিন্তা দর্শনে আক্রান্ত মুসলিম মানসকে হকের দিশা দিতে তাদের কথা ও কলম কাজ করে গেছে একই সাথে। দৈনন্দিন জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ইসলামকে সমকালীন মানুষের মাঝে উপস্থাপন করতে ও ছড়িয়ে দিতে তাদের অবদান ছিল বিরাট। দ্বীনী খেদমতের হেন কোনো ক্ষেত্র নেই—যা তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়নি। ইতিবাচক ভঙ্গিতে দরদ আর মমতা দিয়ে তারা কাজ করে গেছেন জীবনভর। সরল সাদামাটা ভাষায় বলা ও লেখার যোগ্যতার পাশাপাশি তাদের অন্তরে ছিল ইখলাসের আলো এবং হৃদয়ে ছিল মানুষের কল্যাণচিন্তা। নিজেদের জীবনের মাধ্যমে তারা মানুষের সামনে সীরাতে মুসতাকীমের নমুনা তুলে ধরেছিলেন। ধর্মের নাম ব্যবহার করে ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ করা আর সুযোগ-সন্ধানী ভ্রষ্ট লোকদের ধর্ম বিকৃতি ও গোলক ধাঁধাঁর বিরুদ্ধে তাদের সচেতন পদচারণা সবসময় ছিল গতিশীল। সাহিত্য সাধনা, ইতিহাস বিশ্লেষণ আর শিরক বিদআতের মোকাবিলার পাশাপাশি আল্লাহওয়ালা ও আকাবির বুযুর্গদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে থেকে নিজেদেরকেও তারা রূপান্তরিত করেছিলেন সোনার মানুষে। সোনার মানুষের সোনাঝরা কলমে রচিত *তাসাওউফ ক্যায়া হ্যায়* কিতাবের অনুবাদে হাত দিতে পেরে নিজেকে আমি যারপরনাই ধন্য মনে করছি। আবেগ আর ভক্তি আমার ভেতর এত বেশি ছিল যে, যোগ্যতা নিয়ে ভাবারই সুযোগ পাইনি।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন *মাকতাবাতুল ফুরকান*-এর স্বত্বাধিকারী হযরত কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আমার শাইখ হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কাছে যাতায়াতের সুবাদে তার সাথে আমার পরিচয়। সবই আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা। প্রুফ দেখা থেকে নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশের পুরো কাজ তিনিই আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়র দান করেন।

মূল লেখকদের ফয়েয ও বরকতে গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠকদের উপকারে আসবে। একজন সচেতন মুসলমান এবং সত্যিকার আল্লাহওয়ালা হতে পারার মধ্যেই দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা। আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে থেকে তা হতে পারার জন্য সবার কাছে আন্তরিক দুআর দরখাস্ত করছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে আল্লাহওয়ালা হিসেবে কবুল করেন।

হাসান মুহাম্মাদ শরীফ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল ইসলাম
মিরপুর-১, ঢাকা

১৭ রমাযান ১৪৩৬ / ৫ জুলাই ২০১৫

সূচিপত্র

ভূমিকা ১২

প্রথম অধ্যায় : মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ.

১। তাসাওউফ : প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ১৯
২। তাসাওউফের আমলাদি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু বিশ্বাস ৩১
৩। তাসাওউফের আমলাদি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে নানা সংশয় ৫০

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাওলানা ওয়ায়েস নদভী রহ.

৪। তাসাওউফের আমলাদি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে নানা সংশয়ের উত্তর ৬১
৫। ইয়াকীন ও এর শুভ পরিণতি ৭৬
৬। তাসাওউফ ও শাইখাইন ৮২

তৃতীয় অধ্যায় : মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

৭। তাসাওউফের সাধক এবং দ্বীনী মুজাহাদা ১০১

চতুর্থ অধ্যায় : মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ.

৮। তাসাওউফ সন্ধানকারীদের জন্য প্রাথমিক কিছু পরামর্শ ১১৯

ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দ্বীন এবং জীবন-পদ্ধতির দিকে গোটা দুনিয়াবাসীকে আহবান জানিয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব উদাহরণ ছিলেন তিনি নিজেই। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শই হচ্ছে দ্বীনে হক ও সীরাতে মুস্তাকীমের সেই আলোকিত পথ, যে পথে চলে একজন মানুষ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও রহমতের যোগ্য হওয়ার পাশাপাশি তার একান্ত প্রিয়ভাজনও হয়ে ওঠে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শিক্ষা ও আদর্শকে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলোতে ভাগ করা যেতে পারে।

■ **ঈমান**। আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী, ওহী ও রিসালাত, ফেরেশতা, নবী ও রাসূল, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন এবং যা কিছু বলেছেন সে সবকিছুকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং মন থেকে তা বিশ্বাস করার নাম ঈমান। এটা দ্বীনে হকের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এ-ভিত্তির ওপরই গোটা দ্বীনে ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। এ অধ্যায় নিয়েই ইলমুল কালামে আলোচনা করা হয়।

■ **আমলে সালিহা**। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সব আমল, যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইবাদত, দাওয়াত, জিহাদ, যাবতীয় লেনদেন, শিষ্টাচার, সামাজিকতা ইত্যাদি এ-অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ-অধ্যায়টিই হচ্ছে দ্বীনে ইসলামের পরিপূর্ণ কাঠামো এবং এতেই আছে একজন মুসলিমের বাস্তব জীবন পরিচালনার যাবতীয় নির্দেশনা। ইলমুল ফিকহের গ্রন্থাদিতে এ অধ্যায়ের বিষয়াবলী নিয়েই আলোচনা করা হয়।

■ **তাযকিয়া**। কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে যারা মোটামুটি ধারণা রাখেন, তারা সকলেই জানেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে যেমন ঈমান ও আকীদা, ইবাদত ও আখলাক, মুআমালাত ও মুআশারাত ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে নিজের শিক্ষা ও বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে উম্মতকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনি তিনি আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা, তাঁর ওপর ইয়াকীন ও আস্থা, ইহসান ও ইখলাসের মতো আত্মিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক ও আত্মশুদ্ধির বিষয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি এর জন্য তিনি উম্মতের সামনে বাস্তব দৃষ্টান্তও রেখে গেছেন। মোটকথা, ঈমান ও 'আমালে সালিহার মতো তাযকিয়াও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য একটি অধ্যায়। আর এই অধ্যায়টিই হচ্ছে তাসাওউফ ও সুলূকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনে এই তিন অধ্যায়ের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। বড় বড় সাহাবীদের মাঝেও এ তিন অধ্যায়ের সমন্বিত ঝলক পরিলক্ষিত হতো; কিন্তু পরবর্তী যুগ ও শতাব্দীগুলোতে বেশীরভাগই এমন হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনী উত্তরসূরিরা ব্যক্তিগতভাবে কমবেশী এই তিন অধ্যায়েরই ধারকবাহক যদিও হতেন, তথাপি নিজ নিজ যোগ্যতা ও উপযোগিতা এবং রুচি ও পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কোনো এক অধ্যায়ের খেদমতে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করতেন। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে দ্বীনের প্রচার-প্রসার যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং সামাজিক অবস্থা যে রূপ ধারণ করেছিল তাতে এমনটা হওয়াই ছিল অনিবার্য। সামাজিক অবস্থা এবং কর্ম-বণ্টনের এই পদ্ধতির অনিবার্য ফলস্বরূপ দ্বীনদার শ্রেণির মাঝে আকীদা, ফিকহ ও তাসাওউফের ক্ষেত্রগুলোতে আলাদা আলাদা প্রাজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

এরপর থেকে আকীদা ও ফিকহের প্রাজ্ঞ ইমামগণ যেমন দ্বীনের প্রথম দুই অধ্যায়ের সংরক্ষণ, সংশোধন ও বিশ্লেষণের কাজ করে গেছেন, তেমনি মহান সূফিসাধকগণ দ্বীনের তৃতীয় অধ্যায়ের খেদমত ও

হেফাযতে আত্মনিয়োগ করে দ্বীনের পরিপূর্ণতা সাধনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ হিসেবে গোটা মুসলিম উম্মাহ নিঃসন্দেহে তাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।

তাসাওউফ ও সুলূকের পথে সূফিসাধকদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে দ্বীনের এই তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ভয় ও ভালোবাসা, ইখলাস ও ইহসান, খোদা-নির্ভরতা ও তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন এবং চারিত্রিক শুদ্ধির জন্য মানুষের মাঝে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া; কিন্তু এসব গুণাবলী শুধু কিতাব চর্চা ও অধ্যয়নের ফলে অর্জন হয় না। এমনকি এর মাধ্যমে তাসাওউফের যথার্থ উপলব্ধিও হাসিল হয় না। যারা এ সম্পদের স্বার্থক ধারকবাহক, তাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে থেকেই কেবল এ বিষয়ের কিছুটা পরিচিতি লাভ করা যায়। তাছাড়া এ সম্পদ অর্জনের স্বাভাবিক নিয়মও হলো সান্নিধ্য, সাহচর্য এবং যোগ্য ব্যক্তিত্বের নিবিড় পরিচর্যা। এজন্য যারা যোগ্য ব্যক্তিত্ব ও সার্থক শাইখের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করতে পারে না তারা সাধারণত দ্বীনের এই তৃতীয় অধ্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতাও অর্জন করতে পারে না।

বর্তমান যুগে নতুন নতুন যে ধারা এবং মানসিকতা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রচার ও প্রকাশের ব্যাপক মাধ্যম এবং বই-পুস্তকের অত্যাধিক ছড়াছড়ির ফলে উল্লেখযোগ্যহারে এমন সব লোক তৈরি হচ্ছে, যারা শুধু বই ও পত্রিকার পাতা পড়েই দ্বীন হাসিল করতে চায়।[১] কিন্তু দ্বীনের এই তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে যারা নিবিড়ভাবে কাজ করেন, এমন কোনো সাধক ব্যক্তিত্বকে যেহেতু তাদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয় না এবং তাদেরকে দেখে নিজেদের ইলম ও আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা ও নিজেদের জানাশোনার অপূর্ণাঙ্গতা যাচাই করার সৌভাগ্য হয় না। এজন্য এসব বইপোকা পাঠকরা এই ভ্রান্ত ধারণায়

[১] মৌলিকভাবে এটা খারাপ কিছু নয়; বরং এক হিসেবে এটা উত্তমও বটে। কারণ, এর ফলে দ্বীনি জানাশোনার পরিধি অনেক বিস্তার লাভ করেছে।

ডুবে থাকে যে, আমাদের কাছে যা-কিছু আছে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়ে যা আমরা জানতে পেরেছি—এটাই 'পূর্ণাঙ্গ দ্বীন'। তাছাড়া বর্তমানে এসব বিষয় নিয়ে যারা লেখালেখি করে তারাও যেহেতু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এমন লোকই হয়ে থাকে, যারা নিজেরাই ওই রোগে আক্রান্ত। এজন্য তারা তাদের পাঠকদের রোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাদের রোগকে আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ করে তোলে।

এরচেয়ে কষ্টের ও আফসোসের কথা হলো, আমাদের দ্বীনী মাদরাসা-সমূহে বেড়ে ওঠা অনেক উলামারাও ওইসব বইপোকা লোকদের সাথে একমত পোষণ করে চলেন। যার ফলে দ্বীনের এই তৃতীয় ও অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করার চাহিদা তাদের মনে আর কখনো জেগে ওঠে না। এরচেয়ে আরও বেশি যাতনার বিষয় হলো, বর্তমানে এমন কিছু লোকও দেখা যাচ্ছে যারা মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এবং সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রহ. প্রমুখ মনীষীগণকে স্ব স্ব যুগের মুজাদ্দিদ ও দ্বীন ও সুন্নাহর প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব মনে করার পাশাপাশি তাসাওউফ ও সুলূককে গোমরাহী বলেও দাবী করছে। অথচ যে-কেউই মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মাকতুবাত, শাহ ওয়ালীউল্লাহর রচনাবলী, সাইয়িদ আহমাদ শহীদের হৃদয় নিংড়ানো লেখনী আর শাহ ইসমাঈল শহীদের ঈমান জাগানিয়া কিতাব সিরাতুল মুসতাকীম পড়বে, সে এ কথা অবলীলায় স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, এ-সকল পুণ্যাত্মা মনীষীগণ তাসাওউফ ও সুলূকের শুধু প্রবক্তা ও ধারকবাহকই ছিলেন না; বরং তারা ছিলেন দ্বীনের এই তৃতীয় অধ্যায়ের স্বার্থক দাঈ ও ঝান্ডাবাহী। তারা নিজেদের শিক্ষা, পরিচর্যা এবং ব্যক্তিজীবনে তাসাওউফকে অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যারা এটাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তাদেরকে দ্বীনের মগজ-বঞ্চিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

একদিকে তাদেরকে মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করা অপরদিকে তাদের সারা জীবনের অনুসরণীয় পথ ও পদ্ধতিকে গোমরাহী বলে দাবী করা নিরেট মূর্খতা বৈ নয়। বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে যারা এসব মহান মুজাদ্দিদগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আত্মশুদ্ধি ও জীবন সংশোধনের

মেহনত করে আসছেন, তারা কোনো ভুলের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে মরছেন কস্মিনকালেও এমন হতে পারে না। তাদেরকে গালি হিসেবে খানকাপন্থী বলা বা পীর-মুরীদীর ঠিকাদার আখ্যায়িত করা চরম জ্ঞানগত দৈন্যের পরিচায়ক। দ্বীনের সঠিক পরিচয় এবং যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে অবগত না হলে এমনটাই হয়ে থাকে।

বক্ষ্যমাণ ছোট্ট পুস্তিকাটি মূলত কয়েকটি বক্তব্যের সংকলন। এটা প্রকাশের পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন এর মাধ্যমে দ্বীনের উল্লিখিত তৃতীয় অধ্যায়ের সঠিক পরিচিতি, দ্বীনের ক্ষেত্রে এর যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে বাস্তবমুখী উপলব্ধি লাভ করে আল্লাহর বান্দারা তাসাউওফ ও সুলূকের মহা নিয়ামত থেকে ফায়দা হাসিল করে নিজেদের দ্বীনী জীবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। যেমনটি করে তুলেছিলেন আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ। পাশাপাশি তাসাওউফ ও সুলূক নিয়ে অনেক মানুষের মনে যে সন্দেহ সংশয় আনাগোনা করছে এবং যে অনর্থক ধারণা তাদেরকে অস্থির করে রেখেছে, তা যেন একদম পরিষ্কার হয়ে যায়।

পাঠক! পুস্তিকাটি এখন আপনাদের হাতে। এটি খুব বেশি দীর্ঘ এবং বৃহৎ কলেবরেরও নয়। এটি নিজে পড়ে দেখেন। এখানকার আলোচনাগুলো গভীর মনোযোগ ও ভাবুক মন নিয়ে ভেবে দেখেন। যদি কথাগুলো সঠিক এবং যথার্থ মনে হয় তাহলে এখান থেকে নিজের জীবনের জন্য কিছু হাসিল করেন। আপনাদের কাছে শেষ নিবেদন হলো, এর পেছনে বিভিন্নভাবে যারা মেহনত করেছেন সবাইকে দয়া করে আপনাদের দুআয় একটু শরীক রাখবেন।

মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী
১৩৭১ হিজরী

প্রথম অধ্যায়

- ✓ তাসাওউফ : প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা
- ✓ তাসাওউফের আমলাদি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমার কিছু বিশ্বাস
- ✓ তাসাওউফের আমলাদি ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে নানা সংশয়

মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রহ.

১

তাসাওউফ

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা

আমার জীবনে ১৩৬১ হিজরীর শেষ দিকে এবং ১৩৬২ হিজরীর শুরুর দিকে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন আমি এমন কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি যেখানে মন ও মগজ সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে নিরাপদ থাকবে এবং হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি লাভ হবে। এ উদ্দেশ্যে আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সে সময়কার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও সাহেবে ইরশাদ এক বুযুর্গের খানকায়। লোক এবং লোকালয়ের কোলাহল ছেড়ে নির্জন গহীন জঙ্গলে অবস্থিত ছিল সে খানকা। তার চারপাশের সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল অত্যন্ত হৃদয়কাড়া। অচিরেই আমি সেখানে পৌঁছে গেলাম।

সম্ভবত প্রথম দিনই। মাগরিবের নামায শেষ করে খানকার সামনের বারান্দাতেই এক চৌকিতে মহান এ বুযুর্গ গিয়ে বসলেন। কিছুটা স্নেহ ও আদর-ভরে আমাকেও তাঁর পাশেই বসালেন। যতটুকু মনে পড়ে তৃতীয় কেউ সেখানে ছিল না। খানকার ভেতরস্থ কয়েকটি কামরায় কয়েকজন যাকের নফী-ইসবাতের, কেউ আবার ইসমে আজমের যিকির করছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে যিকির করছিলেন আর সুলূকী তরীকার মাশাইখে কেরামদের উদ্ভাবন করা পদ্ধতিতে কলবে যর্‌ব লাগাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলার যিকিরের এমন উচ্চকিত আওয়াজ আর যর্‌ব লাগানোর সে পদ্ধতি আমার কাছে শুধু অপরিচিতই ছিল না; তখন আমার কাছে তা কিছুটা অসহনীয়ও মনে হচ্ছিল। এজন্য আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথেই আমি শাইখকে জিজ্ঞেস করলাম,

> হযরত, সারা জীবন দ্বীন সম্পর্কে যা ইলম শিখেছি এবং কিতাবাদি পড়ে যা-কিছু জানতে পেরেছি, তা থেকে এটাই বুঝে এসেছে যে, আসল দ্বীন হচ্ছে সেটাই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন এবং যার শিক্ষা তিনি সাহাবীদেরকে দিয়েছেন। পরবর্তী সাহাবীদের কাছ থেকে তাদের পরবর্তীগণ তা শিখেছেন। এভাবে সহীহ সূত্র-পরম্পরায় তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এখানে যিকিররত ভাইয়েরা যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে যর্‌ব লাগিয়ে যিকির করছেন, যতদূর জানা আছে এভাবে যিকির করার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের শিক্ষা দেননি। সাহাবীগণও তাবেয়ীদের এভাবে যিকির করাননি। কিংবা তাবেয়ীগণ তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এমন কোনো পদ্ধতি শিখিয়ে যাননি। এজন্য যিকির করার এ-পদ্ধতি নিয়ে আমার মনে নানা খচখচানি শুরু হয়ে গেছে। আমার এ খচখচানি যদি কোনো ভুলের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে আমার সে ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার জন্য হযরতের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

ওই বুযুর্গ আমার প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, ‘মৌলবী সাহেব, এখানে আমার কাছে যারা আসে, তারা এ-ছাড়া আর কোনো কাজের যোগ্য না। এ-কাজের জন্যই তারা এখানে আসে। আমিও তাই তাদেরকে এ কাজের পদ্ধতিই শিখিয়ে দিই। আপনি যে কাজ করেন (অর্থাৎ লেখালেখি ও বয়ান বক্তৃতার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত) তা অনেক বড় কাজ। আপনি ওই কাজই করতে থাকেন। এদের চক্করে আপনি পড়বেন না।’

বলাবাহুল্য এতে আমার প্রশ্নের উত্তর ছিল না; কিন্তু তিনি আমার জিজ্ঞাসার জবাবে শুধু এতটুকুই বললেন। তিনি আমাকে নতুন কিছু বলতে কিংবা সেই আগের প্রশ্নই পুনরায় করার কোনো সুযোগ না দিয়েই হিন্দুস্তানের মুসলমানদের কিছু সামাজিক বিষয়াবলী এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার এক নতুন সিলসিলা শুরু করে দিলেন। তার এ ভাবধারা দেখে আমি পুনরায় সেই একই প্রশ্ন করা মুনাসিব মনে করলাম না। এশার কাছাকাছি সময়ে আমাদের মজলিস শেষ হয়ে গেল।